LDC ও বাংলাদেশ এবং সুবিধা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

উপস্থাপনায়

গ্রুপ- রূপসা

(রোল: ০৯-১৬)

মো. আতিকুর রহমান
মো. কফিল শাহ ফকির
মো. পলাশ শাহরিয়ার
মো. জয়নাল আবেদীন
মোজাফফার হোসাইন
মো. মুরাদ হোসেন
খাজা আহাম্মদ
মো. রাজিব হোসেন

LDC কি?

- LDC (Least Developed Countries) বা লিস্ট ডেভেলপেড কান্ট্রিস যার বাংলা অর্থ হলো: স্বল্পোন্নত দেশ।
- ষাটের দশকে স্বল্পোন্নত দেশের ধারণাটি আসে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে উন্নয়নশীল ও উন্নত এ দুই শ্রেণীতে সব দেশকে ভাগ করে থাকে জাতিসংঘ। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে যে দেশগুলো তুলনামূলক বেশি পিছিয়ে আছে, তাদের নিয়ে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বিবেচনা করে থাকে জাতিসংঘ। ১৯৭১ সালে প্রথম স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা করা হয়। বর্তমানে ৪৭টি স্বল্পোন্নত দেশ আছে। এ পর্যন্ত মালদ্বীপসহ মোট পাঁচটি দেশ এলডিসি থেকে বের হয়েছে। ওই পাঁচটি দেশের মধ্যে বতসোয়ানা ও ইকোইটোরিয়াল গিনি শুধু মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করে এলডিসি থেকে বের হয়েছে। অন্য দুটি সূচকে কখনই নির্ধারিত মান অর্জন করতে পারেনি।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

- বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় দেশ। আয়তনের দিক থেকেছোট হলেও বাংলাদেশ সফলভাবে প্রায় ১৬ কোটি মানুষের সার্বিক জীবন প্রণালীর ব্যবস্থাপনা করে আসছে। বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ECOSOC-এর তালিকায় LDC ভুক্ত হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ LDC হতে উত্তরণের জন্য তিনটি ক্যাটাগরি যথা মাথাপিছু জাতীয় আয় (ইউএস ডলার ১২৭২), মানবসম্পদ সূচক (৭২.৮) এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার (২৫) সূচক তিনটি ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে।* সে প্রেক্ষাপটে আগামী ২০১৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সম্মেলনে বাংলাদেশ LDC হতে উত্তরণের জন্য প্রথমবারের মতো প্রাথমিক বিবেচনায় আসবে। পরবর্তীতে তিনটি ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের এ অর্জন ECOSOC-র আওতায় গঠিত CDP (Committee on Development Policy) পরিবীক্ষণ করবে।

- যথাক্রমে ২০২১ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠেয় CDP-এর পরবর্তী দুইটি ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নে এ তিনটি ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের সূচক অর্জনের ধারা অব্যাহত থাকলে প্রত্যাশিত যে ২০২৪ সালে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিকভাবে LDC হতে উত্তরণ ঘটবে। আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তরণের পর, উত্তরণ প্রক্রিয়া মসৃণ,বাধাবিঘ্নহীন এবং পরবর্তী অবস্থা মোকাবেলার করার জন্য বাংলাদেশ আরও তিন বছর অর্থাৎ ২০২৭ সাল পর্যন্ত সময় পাবে। সে প্রেক্ষাপটে অন্যান্য যে কোন LDC'র মতো বাংলাদেশেরও LDC হতে উত্তরণের প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জনের পর আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন বাস্তবতার সফলভাবে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হতে ৯ বছর (২০১৮-২০২৭) সময় রয়েছে।

স্বল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করার মানদন্ড

- একটি দেশ স্বল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় যদি এটি তিনটি মানদন্ড পূরণ করে :

- **দারিদ্রঃ** মাথাপিছু জিএনআই-এর ভিত্তিতে সামঞ্জস্যযোগ্য মানদন্ড গড়ে তিন। ২০১৮ সালের হিসাবে কোনও দেশের অবশ্যই মাথাপিছু জিএনআই থাকতে হবে। তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে ১০২৫ মার্কিন ডলারেরও কম, এবং এ থেকে স্নাতক হওয়ার জন্য ১২৩০ ডলারেরও বেশি।

- **মানব সম্পদঃ** দুর্বলতা (পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার সূচকের ভিত্তিতে)।

- **অর্থনৈতিকঃ** দুর্বলতা (কৃষি উৎপাদনের অস্থিতিশীলতা, পণ্য ও সেবার রফতানির অস্থিতিশীলতা, অপ্রথাগত কার্যক্রমের অর্থনৈতিক গুরুত্ব, পণ্য রফতানির ঘনত্ব, অর্থনৈতিক ক্ষুদ্রতার প্রতিবন্ধকতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাস্তুচ্যুত জনসংখ্যার শতাংশের ভিত্তিতে)।

LDC ভুক্ত দেশসমূহ

- বর্তমানে LDC তালিকায় থাকা ৪৬টি দেশের মধ্যে রয়েছে: আফগানিস্তান, ভুটান, বুরকিনা ফাসো, বুরুন্ডি, কম্বোডিয়া, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, অ্যাঙ্গোলা, বাংলাদেশ, কমোরোস, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো, জিবুতি, ইরিত্রিয়া, বেনিন, চাদ, ইথিওপিযা, গাম্বিয্য, গিনি, গিনি-বিসাউ, হাইতি, কিরিবাতি, লাও পিপলস ডেম ।

LDC ও বাংলাদেশ

- বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তোরণ ঘটেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি সংক্রান্ত কমিটি (সিডিপি) গত ১৫ মার্চ এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক এ তিনটি সূচকের যে কোন দুটি অর্জনের শর্ত থাকলেও বাংলাদেশ তিনটি সূচকের মানদন্ডেই উন্নীত হয়েছে।
- জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসক) মানদন্ড অনুযায়ী এক্ষেত্রে একটি দেশের মাথাপিছু আয় হতে হবে কমপক্ষে ১২৩০ মার্কিন ডলার, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় তার থেকে অনেক বেশি অর্থাৎ ১৬১০ মার্কিন ডলার। মানবসম্পদ সূচকে ৬৬ প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশ অর্জন করেছে ৭২ দমমিক ৯। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক হতে হবে ৩২ ভাগ বা এর কম যেখানে বাংলাদেশের রয়েছে ২৪ দশমিক ৮ ভাগ।

LDC ও বাংলাদেশ

- 'যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ যেখানে রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়ার ইতিহাস' সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের এটি একটি বড় অর্জন। এটি সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাহসী এবং অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছে।
- বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
- বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় উঠে আসে জন্মের ৫০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে কীভাবে বাংলাদেশ দ্রুতগতিসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মতো সফলতা দেখাতে যাচ্ছে। উঠে আসে জাতির পিতা কীভাবে সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার জন্য একতাবদ্ধ করেছিলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ থেকে কীভাবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানীমুখী শিল্পায়ন, ১০০ টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্প, রপ্তানী আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচক। পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ। এতে প্রদর্শন করা হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদাত্ত আহ্বান, 'আসুন দলমত নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত, সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।'

LDC হতে উত্তরণের প্রভাব / চ্যালেঞ্জসমূহ

- উন্নত দেশগুলোর তাদের মোট জাতীয় আয়ের ০.১৫-০.২০% হতে LDCকে সহজ শর্তে ঋণ দেয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকলেও, এ পর্যন্ত তারা LDC সমূহে তার মাত্র ৫০% প্রদান করেছে । আর উক্ত অর্থ হতে বাংলাদেশ LDC হিসেবে বিশ্বব্যাপী মোট সহায়তার মাত্র ৩% বাংলাদেশ পেয়েছে। বাংলাদেশের বাৎসরিক বাজেটে বৈদেশিক সহায়তার অবদান মাত্র ১৩% যা বাজেট আকৃতির তুলনায় অত্যন্ত অল্প। অধিকন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রেমিট্যান্সের ক্রমবর্ধমান প্রবাহ বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা অনেক কমিয়ে দিয়েছে।
- LDC হতে উত্তরণের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য গঠিত LDC ফান্ড হতে বাংলাদেশ আর সহায়তা পাবে না। তবে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য নিজস্ব অর্থায়নে ইতোমধ্যে 'জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছে এবং এজন্য বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "Champions of the Earth" পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

LDC হতে উত্তরণের প্রভাব / চ্যালেঞ্জসমূহ

- বাংলাদেশকে LDC হতে উত্তরণের ফলে মূল চ্যালেঞ্জ হবে বাংলাদেশের রপ্তানী ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশসমূহে প্রবেশাধিকার সুবিধা হারানো। এতে বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টরে মোট রপ্তানি আয় ৫.৫% থেকে ৭.৫০% কমে যেতে পারে যার পরিমাণ হবে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার।" এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য দ্বি-পাক্ষিক ও বহু পাক্ষিক আলোচনার দিকে জোর দিতে হবে যাতে বাংলাদেশ আঞ্চলিক বা দ্বি-পাক্ষিকভাবে প্রবেশাধিকার সুবিধা অর্জন করা যায়। এছাড়াও বাংলাদেশ অবকাঠামো খাতে বেশি বেশি বিনিয়োগ করতে পারে যাতে বাংলাদেশী উদ্যোক্তারা তাঁদের পণ্যের উৎপাদন খরচ কমাতে পারে, ফলে এতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এ প্রেক্ষাপটে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় নীতি ও কৌশল প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।
- LDC হতে উত্তরণ হলে Trips চুক্তির প্যাটেন্ট সংক্রান্ত বিধানের কারণে বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রয়োজনীয় নীতি ও প্রযুক্তিগত প্রা বাংলাদেশ ২০৩৩ সাল পর্যন্ত সময় পাবে।

LDC থেকে উত্তরনের সুবিধা

- এলডিসি থেকে বের হলে প্রথমে যে লাভটি হবে, তা হলো বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। গরিব বা স্বল্পোন্নত দেশের তকমা থাকবে না।
- পুরোপুরি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিবেচিত হবে, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ হবে। অর্থনৈতিক সক্ষমতার কারণে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে অনেক বেশি ঋণ নেওয়ার সক্ষমতা বাড়বে।
- বেশি ঋণ নিতে পারলে অবকাঠামো ও মানবসম্পদ উন্নয়নে আরও বেশি খরচ করতে পারবে বাংলাদেশ। আবার অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা মোকাবিলায় যথেষ্ট সক্ষমতা থাকায় বিদেশি বিনিয়োগও আকৃষ্ট হবে।

LDC থেকে উত্তরনের অসুবিধা

- এলডিসি থেকে বের হলে সবচেয়ে সমস্যায় পড়তে হবে রপ্তানি খাতে। কারণ, এলডিসি হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) আওতায় শুল্কমুক্ত বাণিজ্যসুবিধা পায়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের তো আঞ্চলিক বা দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতেও (যেমন ভারত, চীন) এই ধরনের শুল্কসুবিধা পেয়ে থাকে। বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী, ২০২৬ সালে এসব সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে। যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়নে জিএসপির আওতায় এই শুল্কমুক্ত সুবিধা থাকবে ২০২৭ সাল পর্যন্ত।
- এলডিসি থেকে উত্তরণ হওয়া দেশগুলোর অর্থনৈতিক সক্ষমতা বেশি বলে ধরে নেওয়া হয়। তখন আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোর কাছ থেকে সহজ শর্তের ঋণ পাওয়ার সুযোগ সীমিত হতে পারে। এ কারণে বাংলাদেশও এ ধরনের সমস্যায় পড়তে পারে।
- এ ছাড়া এলডিসি হিসেবে যেকোনো দেশ তার দেশে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার ওপর নগদ সহায়তা ও ভর্তুকি দিতে পারে। বাংলাদেশ এখন কৃষি ও শিল্প খাতের নানা পণ্য বা সেবায় ভর্তুকি দেয়। এসব ভর্তুকি ও নগদ সহায়তা দেওয়া বন্ধ করার চাপ আসতে পারে। এমনকি বাংলাদেশ এখন যে রপ্তানি আয় বা রেমিট্যান্স আনায় নগদ সহায়তা দেয়, তা নিয়ে আপত্তি উঠতে পারে।

শেষ কথা

- এলডিসি থেকে বের হয়ে যাওয়ায় এর বেশকিছু অভিঘাত আমাদের অর্থনীতির ওপর পড়বে। এলডিসি হিসেবে আন্তর্জাতিক যেসব সহায়তা আমরা পেতাম, সেসব তখন আর থাকবে না । এ অভিঘাত মোকাবেলায়,আমাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, পণ্য ও বাজার বৈচিত্র্যকরণ, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয়, বহুপক্ষীয় মুক্তবাণিজ্য অঞ্চলের দিকে যেতেহবে

ধন্যবাদ